দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 4 .. 1999

পৃঃ ১ কলাম ৩

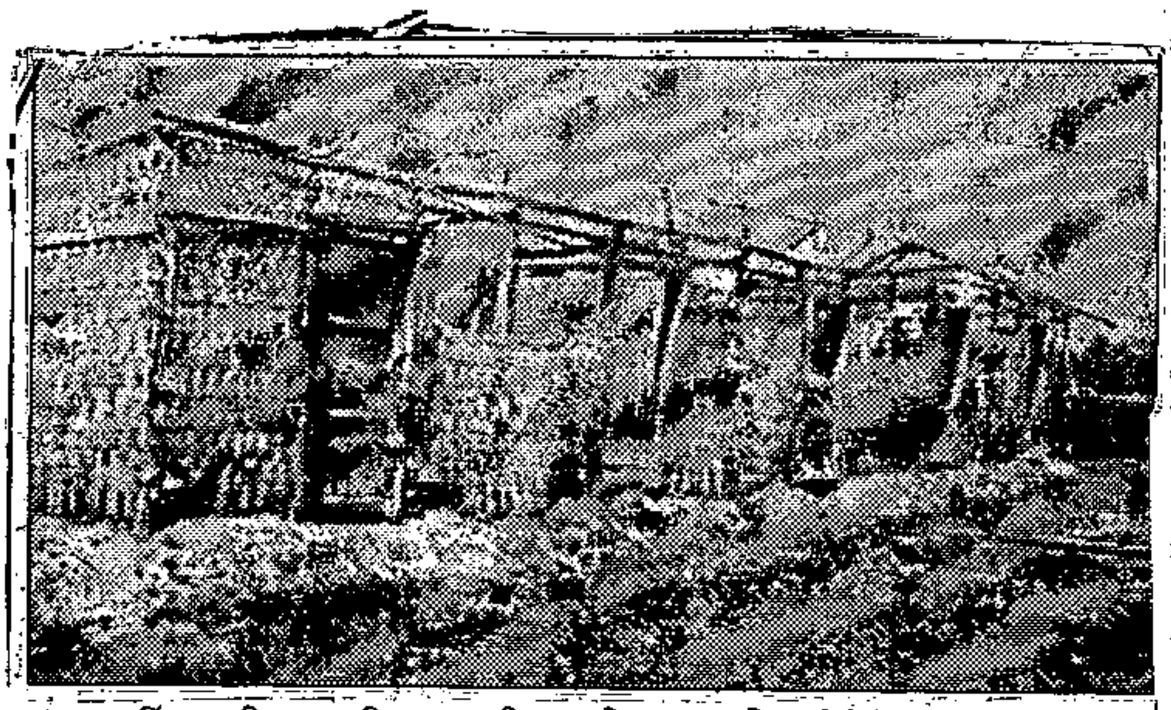

লামা ঃ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চকোরিয়া থানার দক্ষিণ পাহাড়িকা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় —ইত্তেফাক

চকরিয়া ও ভান্ডারিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থা

লামা সংবাদদাতা ॥ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বৎসরাধিকাল অতিক্রান্ত হইলেও অর্থাভাবে একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

চকরিয়া থানার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন এলাকার ফাঁশিয়াখালী-আলীকদম সড়ক সংলগ্ন হাঁসিরদীঘি নামক স্থানে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ ফাঁশিয়াখালী পাহাড়িয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে এক ঘূর্ণিঝড়ে এই স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। পরে থানা প্রশাসন জরুরী ভিত্তিতে ১২ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দিয়া স্কুলগৃহটি মেরামতের ব্যবস্থা করে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৮

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

চকরিয়া ও ভাণ্ডারিয়ায়

(৩য় পৃঃ পর)

সালের ২০শে মে এতদঞ্চলে আর একটি ঘূর্ণিঝড়ে স্কুলগৃহটি পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় চালার অনেক টিন উড়িয়া যায়। উহার হদিস আর মিলে নাই। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়ার মত পরিবেশ আর সৃষ্টি করা যায় নাই। থানা প্রশাসনও স্কুলগৃহটি পুনঃমেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। ফলে এই স্কুলের প্রায় ৩ শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের সমাপ্ত ঘটিয়াছে। অন্যরা প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতেছে। এই স্কুলঘরকে ফাঁশিয়াখালী ইউপির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইত। স্থানীয় সমাজসেবী বদিউজ্জামান এই স্কুলের জন্য অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশের ৪০ শতাংশ জমি জেলা প্রসাশকের বরাবরে বিনামূল্যে রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়াছেন বলিয়া এলাকাবাসী জানাইয়াছে।

ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা ॥ ভাণ্ডারিয়া থানার উত্তর ভাণ্ডারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হইলেও আজ পর্যন্ত পাকাভবন না হওয়ায়, টিনের ছাউনি কাঠের ঘরটি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ঝড় ও বৃষ্টিতে প্রাণের ঝুকি নিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ ক্লাস চালাইতেছে। স্কুলগৃহটি অবিলম্বে পাকা ভবন নির্মাণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাছাড়া পূর্ব ধাওয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থা একই রকম। স্কুলগৃহটি নড়ে বড়ে, যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।